গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা মেজর প্রথম ষন্মাসের
প্রথম পত্রের **(BNG-DC-MJ–101)** মডিউল-১ এর বিষয় -
বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস

আলোচ্য বিষয়:প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

আলোচক - ড. নারায়ণ চন্দ্র সাউ, সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, মালদা কলেজ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা **(Old Indo-Aryan Language = OIA)**

সময়কাল: প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সময়কাল আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৯০০ বছর।

উৎস : ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাভাষী আর্য জনসমষ্টির একটি ধারা ভারতবর্ষ ও ইরান বা পারস্যে প্রবেশ করেছিল। একে ইন্দো-ইরানীয় আর্যভাষা বলা হয়। এর প্রধান শাখা ভারতীয় আর্যভাষা ও অপর শাখা ইরানীয় আর্যভাষা নামে পরিচিত। আর একটি শাখা দরদীয় যা কাশ্মীরী ভাষার জন্ম দেয়। অর্থাৎ ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষার একটি শাখা ইন্দো-ইরানীয় আর্য থেকে ভারতীয় আর্য ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

নিদর্শন: ভারতীয় আর্য ভাষা তথা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সাধারণভাবে বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত নামে পরিচিত। এর আরেক নাম ছান্দস ভাষা। এই ভাষার নিদর্শন রয়েছে ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋকবেদের মধ্যে। মূলত ঋকবেদের সংহিতা অংশ এই ভাষায় লেখা হয়েছিল।
যেকোনো ভাষার মতোই এই ভাষারও দুটি রূপ ছিল কথ্যরূপ ও সাহিত্যিক রূপ। সাহিত্যিক রূপ অপরিবর্তনীয়ভাবে রয়ে গেলেও কথ্যরূপ ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চারটি আঞ্চলিক শাখায় বিভক্ত হয়েছে – প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য।
প্রাচ্য - পূর্ব ভারতের অযোধ্যা, উত্তর ভারতের পূর্বাঞ্চল, বিহার প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। উদীচ্য - উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উত্তর পাঞ্জাবে এর অবস্থান।
মধ্যদেশীয় - পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ, দিল্লি, মীরাট, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্য - মহারাষ্ট্র বা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত এই কথ্য রূপ।

এই চারটি রূপ তার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নিয়ে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য: যে কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় তার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য ও ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি যেহেতু সবই কবিতার আকারে লেখা সেক্ষেত্রে ছন্দোগত বৈচিত্র্য পাওয়া গেলেও বাক্যের গঠনগত বৈশিষ্ট্য সেভাবে সুস্পষ্ট নয়। কারণ কবিতার (পদ্যভাষার) গঠন রীতি ও গদ্যভাষার গঠন রীতি স্বতন্ত্র। আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে এই চারটি বৈশিষ্ট্যই দেখার চেষ্টা করব।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা মেজর প্রথম ষন্মাসের
প্রথম পত্রের **(BNG-DC-MJ–101)** মডিউল-১ এর বিষয় **-**
বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস

আলোচ্য বিষয়:প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

আলোচক **-** ড. নারায়ণ চন্দ্র সাউ**,** সহযোগী অধ্যাপক**,**
বাংলা বিভাগ**,** মালদা কলেজ

ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

ক) প্রাচীন বৈদিক ভাষায় ৯-কার ধ্বনির প্রচলিত ছিল। শুধু ৯-কার নয়,ঋ, ৠ, এ, ঔ প্রভৃতি স্বরধ্বনিরও ব্যবহার ছিল।
খ) মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার হলেও খুব কম ছিল।
গ) স্বরাঘাতের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল এর ফলে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তিত হতো। স্বর একই রেখে এই অর্থ পরিবর্তন ঘটতো।
ঘ) বৈদিক ভাষায় সন্নিহিত দুটি ধ্বনির সম্ভাব্য স্থানে সন্ধি অপরিহার্য ছিল। কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতি সন্ধি বাধ্যতামূলক ছিল না।
ঙ) যুক্তব্যঞ্জন এর স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ছিল। যেমন - ক্ষ্ম, র্দ্ধ, ষ্ট্র, ৎস্ন প্রভৃতি।
চ) উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের স্বরাঘাতের উপর শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হতো। একে স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তন বলা হয়। র্রাজপুত্র - রাজা যার পুত্র, রাজপুর্ত্র - রাজার পুত্র।

খ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

ক) বৈদিক ভাষায় শব্দরূপের বৈচিত্র্য অনেক বেশি ছিল।
খ) ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব যথা নির্দেশক, অনুজ্ঞা, অভিপ্রায়, সম্ভাবক ও নির্বন্ধ প্রচলিত ছিল।
গ) ক্রিয়ার কাল ছিল পাঁচটি লট্, লৃট, লঙ, লিট ও লুঙ।এদের মধ্যে শেষ তিনটি ছিল অতীতকালের।
ঘ) কারকের সংখ্যা ছিল আটটি।
ঙ) দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ হতো না।
চ) বচন তিন প্রকার ছিল - একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।
ছ) তিন প্রকার লিঙ্গের ব্যবহার হতো- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ।
জ) কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য - দু'প্রকার বাচ্যের ব্যবহার ছিল।
ঝ) পুরুষ ছিল তিন প্রকার - উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ।
ঞ) উপসর্গ শুধু ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হতো না।স্বাধীন পদরূপেও এদের ব্যবহার ছিল।
ট) তবে কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে ধাতু ও শব্দ থেকে নতুন নতুন পদ তৈরি হতো।
ঠ) ক্রিয়াবিভক্তি ছিল দু'রকম - পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ। ধাতুও তিনভাগে বিভক্ত ছিল - পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী।

গ) বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য: বাক্যে কোন পদ আগে বা পরে বসবে সে সম্পর্কিত কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। তবে কর্তা ও কর্ম প্রভৃতি পদের বিভক্তি নির্দিষ্ট হবার কারণে বাক্যের যেখানে বসুক পদগুলি চিনে নেওয়া সহজ ছিল।

ঘ) ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য : ছন্দোরীতি ছিল অক্ষরমূলক। তাই অক্ষরের লঘু গুরু বিচারের দ্বারা ছন্দ নির্ণিত হত। যেমন-

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা মেজর প্রথম ষন্মাসের
প্রথম পত্রের **(BNG-DC-MJ–101)** মডিউল-১ এর বিষয় -
বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস

আলোচ্য বিষয়:প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

আলোচক - ড. নারায়ণ চন্দ্র সাউ, সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, মালদা কলেজ

অগ্নিমীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারং রত্নধাতমম্।।

এইঅনুবাদ: আমি অগ্নির স্তুতি করি, যে অগ্নি পুরোহিত, যজ্ঞের স্বর্গীয় ঋত্বিক, (দেবগণের) আহ্বানকারী এবং রত্নদানকারী (অথবা রত্নধারণকারী)।

****

সহায়ক গ্রন্থ:

১) সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ'
২) ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন
৩) বাংলা ভাষা পরিক্রমা- পরেশচন্দ্র মজুমদার
৪) ভাষাবিদ্যা পরিচয় - পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৫) অন্তর্জাল

সম্ভাব্য প্রশ্ন:

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার উৎস কোন ভাষা? এই ভাষার সময়কাল ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
২) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক রূপগুলো কী কী? উদাহরণসহ এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

****

ড. নারায়ণ চন্দ্র সাউ, মালদা কলেজ